মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা মাওযাহিব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি স্বপ্নে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ করি, **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন তুমি এক লক্ষ বান্দার সুপারিশ করবে।" আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি কিভাবে এ মর্যাদা লাভ করলাম? ইরশাদ করলেন: "এজন্য যে, তুমি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে এগুলোর সাওয়াব আমাকে পেশ করে থাকো।"

(আত-তাবকাতুর কুবরা লিশ শা'রানী, ২য় খন্ড, ১০১ পৃষ্ঠা)

শাফেয়ে রোযে জযা, তুম পে করোরো দুরূদ,
দাফেয়ে জুমলা বালা, তুম পে করোরো দুরূদ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

✻ تُوْبُوْا اِلَى الله, اُذْكُرُ الله, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পৃরার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাহে রবিউন্নূর শরীফের পবিত্র মাস আমাদের মাঝে বিরাজমান। এটি ঐ সম্মানিত মাস যাতে আমাদের **প্রিয় আক্বা মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমন হয়েছিলো। একারণেই এ মাসে বিশেষ ভাবে যেভাবে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র জীবনের বিভিন্ন বিষয়াদি এবং মিলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘটনাবলী বর্ণনা করে আশিকানে রাসূলের অন্তরে ইশ্‌কে রাসূলের প্রদীপ আরো বেশি করে প্রজ্জ্বলিত করা হয়, সেভাবে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য ও উৎকর্ষতার আলোচনা করে তাদের অন্তরে আরো বেশি আগ্রাহান্বিত করা হয়। আর আজকের বয়ানের বিষয় হচ্ছে; "জামালে মুস্তফা" তথা মুস্তফার সৌন্দর্য।

আসুন! অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য ও উৎকর্ষতা সম্পর্কে শুনি: যেমন-

হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য ও মাধূর্যতা সম্পর্কিত একটি ঘটনা

যখন **মাহবুবে রব, শাহানশাহে আযম ও আরব, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهُمُ اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর দিকে হিজরত করার জন্য কিছু সাহাবীদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাথে রওনা হলেন, তখন হযরত উম্মে মা'বাদ এর তাবুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই মহিলা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে চিনতো না, কিন্তু তিনি খুবই বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি তার তাবুর পাশে বসে মুসাফিরদের খাবার ইত্যাদি খাওয়াতেন। এই মোবারক যাত্রীগণ তাঁর কাছ থেকে মাংস এবং খেজুর কিনে নিতেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই সময় তার কাছে কিছুই ছিলোনা, **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাবুর কোনায় একটি রুগ্ন ছাগল দেখলেন এবং তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: হে উম্মে মা'বাদ! এই ছাগলটি কেমন? ঐ মহিলা উত্তর দিলো: এর স্তনে দুধ নেই বরং এ তো কখনো বাচ্চাও জন্ম দেয়নি। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'بِسْمِ اللّٰهِ' শরীফ পাঠ করে নিজের আরোগ্য দানকারী হাত মোবারক ছাগলের স্তনে এবং কোমরে বুলিয়ে দিলেন আর এর জন্য দোয়া করলেন।

www.dawateislami.net

ছাগল তার পা দু'টি প্রসারিত করে দিলো আর দুধ দেওয়া শুরু করে দিলো। সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে পান করলো অতঃপর রওনা হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর উম্মে মা'বাদ এর স্বামী ঘরে আসলো। যখন তিনি এত বেশি পরিমাণ দুধ দেখলেন তখন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: উম্মে মা'বাদ! এত দুধ কোত্থেকে এলো? অথচ ঘরে দুধ দানকারী কোন পশুও নেই? তিনি বললেন: **আল্লাহ্**র শপথ! এই মাত্র এদিক দিয়ে এক মোবারক সত্ত্বা অতিক্রম করেছেন। আবু মা'বাদ বললো: আমাকে একটু তাঁর অবয়ব সম্পর্কে বলো। তখন উম্মে মা'বাদ বললো: আমি এমন এক সত্ত্বাকে দেখেছি যার সৌন্দর্য ছিলো অতুলনীয়, যার চেহারা খুবই সুন্দর এবং তাঁর সৃষ্টি ছিলো খুবই উন্নত, বড়ই সুন্দর এবং অত্যন্ত চমৎকার ছিলেন। চোখ ছিলো কালো এবং বড়, চোখের পলকগুলো ছিলো লম্বা। তাঁর আওয়াজ ছিলো গুঞ্জনের মতো, গর্দান চাকচিক্যময়, দাঁড়ি মোবারক ঘন ছিলো। দুইটি ভ্রু চিকন এবং পরস্পর মিলিত ছিলো। তাঁর দেহের উচ্চতা মধ্যম আকৃতির ছিলো, এতো লম্বা ছিলেন না যে, দেখতে খারাপ লাগে। এতো কম উচ্চতা সম্পন্ন ছিলেন না যে, দেখে তুচ্ছ মনে হবে। দুর থেকে দেখলে মনে হবে অনেক প্রভাবশালী গম্ভির এবং সুন্দর, আর কাছ থেকে দেখলে মনে হবে এর চেয়েও হাজার গুন বেশি সুন্দর। এসব শুনে আবু মা'বাদ বললো: **আল্লাহ্**র শপথ! এ তো সেই পবিত্র সত্ত্বা যার সম্পর্কে মক্কা মোকার্‌রমা থেকে জেনেছি। আমার তো আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে; তাঁর সহচর্য গ্রহণ করার। যদি আমার সাধ্যের মধ্যে থাকে, তবে আমি অবশ্যই আমার ইচ্ছা পূরণ করবো (আর অতঃপর এমনি হলো, **আল্লাহ্ তাআলা নবীয়ে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় কদম তাঁর ঘরে পড়ার বরকতে না শুধু উম্মে মা'বাদ এর স্বামীকে বরং স্বয়ং উম্মে মা'বাদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কেও ইসলামের দৌলত দ্বারা ধন্য করেছেন এবং সাহাবীর মর্যাদাও দান করেছেন।) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রশ্‌শাদ, বাবুর রা'বেয়ে ফি হিজরাতে, ৩/২৪৪)

খিলক তুমারী জামিল, খুলক তুমহারা জলিল,
খলক তুমহারী গদা, তুম পে করোরো দুরূদ। (হাদায়িকে বখশিশ)

পংক্তিটির ব্যাখ্যা: হে আমার আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**!** আপনার জন্ম হওয়াও অতুলনীয়, অভাবনীয় এবং অতি চমৎকার,

www.dawateislami.net

আপনার পবিত্র জীবনের এবং উন্নত চরিত্রের কোন তুলনা নেই। এই জন্যই তো সকল সৃষ্টি আপনার অনুগত এবং গোলাম হয়ে গেছে, আর সময়ের রাজাও আপনার গলির ভিখারী হওয়াতে গর্ববোধ করে। **হে আমার ঈমানের প্রাণ!** আপনার উপর কোটি কোটি দরূদ। (শরহে হাদায়িকে বখশিশ, ৯৭২ পৃষ্ঠা)

হুসনোঁ জামালে মুস্তফা, মারহাবা ছদ মারহাবা!
আউজ কামালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **আমাদের অতুলনীয় নবী, সুন্দর ও সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ্ তাআলা** কিরূপ সৌন্দর্য প্রদান করেছেন যে, মুসলমান যখন তাঁর সুন্দর চেহারার দিকে তাকায় তখন তাঁর নামে জীবন উৎসর্গ করে দিতেও পিছু হটে না এবং যখন কোন অমুসলিম দেখতো তখন তাঁর সুন্দর আকৃতি তাদের চোখে এমন ভাবে ধরা দিতো যে, তারা ইসলাম ধর্মের পতাকাতলে প্রবেশ করতো। নিঃসন্দেহে আগে ও পরে তাঁর মতো না কেউ ছিলো না কেউ আসবে।

لَمْ يَاتِ نَظِيْرُكَ فِيْ نَظَرٍ মিচলে তুনা শুদ পয়দা জানা,
জাগ রা-জ কো তা-জ তুরে সরচু, হে তুঝ কো শাহে দুসরা জানা।

অর্থাৎ- **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মতো কেউ কখনো দেখেনি, না ভবিষ্যতে দেখবে। কেননা, **আল্লাহ্ তাআলা** আপনার মতো কাউকে সৃষ্টিই করননি। সকল জাহানের বাদশাহীতে আপনাকেই মানায়, একারণেই আমরা আপনাকে সমগ্র জাহানের বাদশাহ্ হিসেবেই মেনে নিয়েছি।

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্যের ও মাধূর্যতার অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করুন যে, **আল্লাহ্ তাআলা** সকল সৌন্দর্যময় বস্তুগুলো সৃষ্টি করে সম্পূর্ণ জগতকে সৌন্দর্য প্রদান করলেন এবং সমগ্র সগতের সৌন্দর্যের চেয়েও বেশি সৌন্দর্য হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে প্রদান করেন।

www.dawateislami.net

তাঁর সৌন্দর্যের এরূপ অবস্থা ছিলো যে, যখন মিসরের মহিলারা তাঁকে দেখলো তখন তাঁর সৌন্দর্যে এতই আত্মহারা ও মগ্ন হয়ে গেলো যে, অবচেতন অবস্থায় তারা নিজেদের হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত কেটে ফেলল। এই ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে করীমে এই ভাবে বর্ণিত হয়েছে; **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

فَلَمَّا رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ﴿۳۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যখন নারীরা ইউসুফকে দেখলো, তখন তারা তার পবিত্রতার মহত্ব বর্ণনা করতে লাগলো এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল। আর বললো: **আল্লাহ্**রই জন্য পবিত্রতা, এটাতো মানব জাতির কেউ নয়। এটাতো নয়, কিন্তু কোন সম্মানিত ফিরিশতা।

সদরুল আফাযিল হযরত মাওলানা মুফতি সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "খাযাইনুল ইরফান"এ আয়াতটির তাফসীরে বলেন: কেননা, তারা সেই বিশ্ব উজ্জ্বলকারী সৌন্দর্যের সাথে সাথে নবুয়ত ও রিসালাতের আলো বিনয় ও নম্রতার চিহ্ন সমূহ এবং বাদশাহ সুলভ প্রভাব ও ক্ষমতা এবং সুস্বাদু খাদ্য ও সুন্দর চেহারার দিক থেকে অনাসক্তির অবস্থাও দেখলো। আর তারা বিস্মিত হলো এবং তাঁর মহত্ব ও ভয়ে তাদের অন্তর ভরে উঠলো এবং তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য এমনভাবে আকৃষ্ট করেছিলো যে, সেই নারীরাও আত্মভোলা হয়ে গিয়েছিলো। তাদের অন্তর ইউসুফ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর প্রতি এমন আকৃষ্ট হয়ে গেল যে, হাত কাটার কষ্ট তাদের অনুভূত হয়নি। **(খাযাইনুল ইরফান, ৪৩৫ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা তো হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সৌন্দর্যের অবস্থা ছিলো যে, যাকে সকল সৃষ্টির চাইতে বেশি সৌন্দর্য প্রদান করা হয়েছিলো। তবে **সৌন্দর্যের মূর্তপথিক, হাবীবে পরওয়ারদিগার, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্যের অবস্থা কিরূপ হবে? কেননা, যার সৌন্দর্য হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সৌন্দর্যের চেয়ে অনেকগুন বেশি ছিলো।

www.dawateislami.net

হুসনে ইউসুফ পে কাটে মিসর মে আঙ্গুস্তে যানাঁ,
সর কাটা তে হে তেরে নাম পে মরদানে আরব।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন:

فَلَوْ سَمِعُوْا فِیْ مِصْرَ اَوْصَافَ خَدِّهٖ
لَمَا بَذَلُوْا فِیْ سَوْمِ یُوْسُفَ مِنْ نَقْدٍ

অর্থাৎ- যদি **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ মণ্ডলের গুনাবলী সম্পর্কে মিশরবাসীরা শুনতো তবে হযরত ইউসুফ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মূল্য নির্ধারণে ধন-দৌলত খরচ করতো না।

لَوَاحِیْ زُلَیْخَا لَوْ رَاَیْنَ جَبِیْنَهٗ
لَاٰثَرْنَ بِالْقَطْعِ الْقُلُوْبَ عَلَی الْاَیْدِیْ

অর্থাৎ যদি জুলেখাকে নিন্দাকারী মহিলারা **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী কপাল মোবারকের যিয়ারত করতো তবে হাতের পরিবর্তে নিজের অন্তর কাটাকে প্রাধান্য দিতো। (যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, আয়িশাতু উম্মুল মু'মিনীন, ৪/৩৯০)

তেরা মসনদে না-য হে আরশে বরিঁ, তেরা মাহরুমে রায হে রূহে আমীন,
তুহি সরওয়ারে হার দু'জাহাঁ হে শাহা, তেরা মিচল নেহী হে খোদা কি কসম।

(হাদায়িকে বখশিশ, ৮১ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ- **হে আমার মহত্ব ও শান ওয়ালা নবী!** আপনার মহত্বের অনুমান কেই বা করতে পারে যে, আরশে মুয়াল্লা তো আপনার গর্ব ভরে বসার জায়গা এবং জিব্রাঈল আমীন আপনার বিশ্বস্ত এবং ওযীর। আর আপনি দোনো জাহানের বাদশাহ্, আমি আর কি কি আরয করবো: আমার আক্বা! **আল্লাহ্‌**র কসম! আপনার মতো আর কেউ নেই।

না'লাইনে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
খান্দানে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অতুলনীয় শান সম্পর্কে আমরাই বা আর কি বুঝব। সম্মানিত সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان যারা দিন-রাত, সফরে-অবস্থানে, নবুয়তের সৌন্দর্যের ঝলকগুলো নিজেদের চোখে দেখেছেন, তাঁরা **নূরের প্রতিচ্ছবি, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অতুলনীয় সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে যে সব শব্দ ব্যবহার করেছেন, আসুন! তা শুনি:

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমি সকল সৌন্দর্যময় বস্তু দেখেছি, কিন্তু **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেয়ে বেশি সুন্দর ও আকর্ষনীয় আমি কখনো দেখিনি। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশ্‌শদ, ২য় খন্ড, ৭ পৃষ্ঠা)

দীদারে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
আনওয়ারে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ(صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ)اَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَاَنْوَرَهُمْ لَوْنًا অর্থাৎ **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবচেয়ে বেশি সুন্দর ও উজ্জ্বল বর্ণের ছিলেন। তিনি আরো বলেন: لَمْ يَصِفْهُ وَاصِفٌ قَطُّ اِلَّا شَبَّهَ وَجْهَهُ بِالْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ অর্থাৎ সেই ব্যক্তি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা ও সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন: সেই **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে চৌদ্দ তারিখের চাঁদের সাথে তুলনা দিয়েছেন। وَكَانَ عَرَقُهُ فِيْ وَجْهِهٖ مِثْلَ الْلُؤْلُؤِ অর্থাৎ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘামের বিন্দুকে তাঁর নূরানী চেহারায় মুক্তার দানার মতো লাগতো। (আল হাছায়েছুল কুবরা, বাবুল আয়াতি ফিল আরকাশ শরীফ, ১/১১৫)

অনুরূপভাবে সাহাবীয়ে রাসূল, হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন সামুরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: একবার আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে চাঁদনী রাতে দেখলাম, তখন আমি একবার চাঁদের দিকে দেখছিলাম একবার **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারার দিকে দেখছিলাম, তখন আমার চোখে চাঁদের চেয়েও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারাকে আরো বেশি সুন্দর দেখাচ্ছিলো।

(আল শামাইলুল হামিদিয়া, লিত তিরমিযী, বাবু মা-জা ফি খলকি রাসূলিল্লাহ্, ২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯)

www.dawateislami.net

ইয়ে জু মাহর ও মাহ পে হে ইতলাক আ-তা হে নূর কা,
ভিক তেরে নাম কি হে ইসতিয়ারা নূর কা।

(হাদায়িকে বখশিশ, ২৪৮ পৃষ্ঠা)

নূর কি খাইরাত লেনে দৌড়তেহে মাহর মা,
উঠতি হে কিছ শান ছে গরদে সুয়ারি ওয়াহ ওয়াহ।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

রিফআতে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
ইন্আমে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য ও উৎকর্ষতা সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মনমাতানো বর্ণনাগুলো শুনে আশিকানে রাসূলের অন্তর খুশিতে আন্দোলিত হচ্ছে। উপস্থাপিত বর্ণনা সমূহে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان চেহারা মোবারককে চাঁদের সাথে তুলনা দিয়েছেন। অথচ সূর্যের আলো চাঁদের চেয়েও বেশি হয়ে থাকে। এর মধ্যে হিকমত (রহস্য) হলো; চাঁদ সমস্ত জগৎকে নিজের উজ্জলতা দিয়ে ভরে দেয় এবং দর্শকরা এতে অনুরাগ, প্রেম, ভালবাসা সৃষ্টি হয়। আর কোন কষ্ট ছাড়া এর দিকে দৃষ্টি দেয়া সম্ভব হয়, যেখানে সূর্যের এসব কিছু সম্ভব হয়না। কেননা, সূর্যের দিকে তাকালে চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়।

(যুকানী আলাল মাওয়াহিব, আল মাকছাদুস সালিস, আল ফসলুল আউয়াল ফি কামাল খালকাতা, ওয়া জামালু সুরাতা, ৫/২৫৮)

খুরশিদ থা কিস জোর পর কিয়া বড়কে চমকা থা কমর,
বে পর্দা জব ওহ রুখ হুয়া ইয়ে ভি নেহি ওহ ভি নেহি।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ সূর্য তার পূর্ণ আলো ও তাপ নিয়ে উদিত হলো এবং পুরো জগৎকে আলোকিত করে দিল। চাঁদও নিজের সমস্ত উজ্জ্বল্য নিয়ে চমকালো এবং সারা দুনিয়াকে নূরের টুকরো বানিয়ে দিল। কিন্তু যখন চেহারা মুস্তফার মোবারকের পর্দা সরলো তখন ঐ দু'টিই লজ্জিত হয়ে মুখ লুকিয়ে নিলো এবং মাহবুবে খোদার এই সৌন্দর্য ও উৎকর্ষতার সামনে মাথা নত করে নিলো।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যেই সৌন্দর্য ও উৎকর্ষতার সাথে চাঁদের তুলনা দিয়েছেন, তা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও উৎকর্ষতা ছিলোনা। যদি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ লোকদের সামনে হতো তবে চোখে তা দেখার ক্ষমতা রাখতোনা। যেমন- আল্লামা যুরকানী, ইমাম কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه উদ্ধৃত করেন: **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য আমাদের মাঝে প্রকাশ হয়নি, যদি তাঁর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য আমাদের মাঝে প্রকাশ হয়ে যেত, তবে আমাদের চোখ এই উজ্জ্বল দীপ্তি দেখার ক্ষমতা রাখতো না।

(যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, আল মাকছাদুস সালিস, ফদলুল আউয়াল ফি কামালু খলকিয়া ওয়া জামালু সু-রতিয়া, ৫/২৪১)

ইক ঝলক দেখনে কি তা-ব নেহী আ-লম কো,
ওহ আগর জলওয়াহ্ করে কোন তামাশায়ী হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পবিত্র অবয়ব (আকৃতি) (হুলিয়া মোবারক)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর জানে আলম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য ও উৎকর্ষতা এবং চারিত্রিক গুনাবলী বর্ণনা করার যে হক রয়েছে তা আদায় করা আমাদের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। কিন্তু **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক আলোচনা করে বরকত অর্জনের জন্য, তাঁর মোবারক কতিপয় অঙ্গের এবং সৌন্দর্য ও উৎকর্ষতার আরো কিছু আলোচনা শুনে নিজের জন্য রহমত ও বরকতের পাথেয় সংগ্রহ করে নিই।

চেহারা মোবারক

হুযুরে আকদাস صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা মোবারক, খোদার সৌন্দর্যের আয়না স্বরূপ এবং নূর ও উজ্জলতার প্রকাশস্থল। চেহারা ভরাট এবং গোলাকার ছিলো।

www.dawateislami.net

এই চেহারা মোবারককে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ দেখতেই বলে উঠলো: وَجْهُهٗ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ۔ অর্থাৎ এই চেহারা মিথ্যুকের চেহারা নয় এবং ঈমান গ্রহণ করলেন। (মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফদলুস সদকা, ১ম খন্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৯০৭)

তেরে খুলক কো হক নে আযীম কাহা, তেরী খিলক কো হক নে জামিল কিয়া,
কোয়ী তুঝসা হোয়া হে না হোগা শাহা, তেরে খালিক হুসনো আদা কি কসম!
(হাদায়িকে বখশিশ, ৮০ পৃষ্ঠা)

পংক্তিটির ব্যাখ্যা: হে আমার রহমত ওয়ালা আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ্ তাআলা** আপনার স্বভাবকে অতি উন্নত ঘোষণা করেছেন এবং আপনার শুভাগমন হাজারো সৌভাগ্য আর বরকত নিয়ে এসেছে। এমন বিশুদ্ধ ও সুন্দর কেউ জন্ম নেয়নি। **আমার আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মতো কেই বা হতে পারে? হ্যাঁ! হ্যাঁ! আসমান ও জমিন সৃষ্টিকারীর কসম! আপনার মতো কেউ নেই।
(শরহে হাদায়িকে বখশিশ, ২২৬ পৃষ্ঠা)

মিলাদে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
দিল শাদে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

চক্ষু মোবারক

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক চোখ দু'টি বড় এবং কুদরতি ভাবে সুরমা লাগানো আর পলকগুলো বিস্তৃত ছিলো। চোখের সাদা অংশে সুক্ষ্ম লাল রেখা ছিলো। পূর্ববর্তী কিতাবে বর্ণিত আছে: এটাও **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুয়তের একটি আলামত।

সুরমগেঁ আ-খেঁ হারীমে হক কে ওহ মুশকেঁ গাযাল,
হে ফাযায়ে লা মকান তক জিনকা রামনা নূর কা। (হাদায়িকে বখশিশ, ২৪৮ পৃষ্ঠা)

পংক্তিটির ব্যাখ্যা: রাতে বেলায় ও দিনের মতো যে দেখে, সামনে পিছনে একই রকম যে দেখে, কস্তুরী পূর্ণ হরিণের চোখের মতো কুদরতি সুরমা লাগানো **আমার আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্দর চোখগুলো যখন নিচে ঝুঁকে তখন দৃষ্টি তাহতুস সারা (জমিনের সর্বনিম্ন স্তর) পর্যন্ত পৌঁছে যায়,

www.dawateislami.net

আর উপরে তাকালে তখন দৃষ্টি আরশে মু'আল্লাকেও ভেদ করে যায় এবং এই বরকত সম্পন্ন নূরানী চোখগুলো আপন পরিধীতে ঘুরাঘুরি করাও নূরই নূর। কেননা, এগুলোর ইশারায় আমরা গুনাহগারের মুক্তি হবে। (শরহে কালামে ওয়া, ৭২১ পৃষ্ঠা)

ইজ্জতে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
আমদে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ভ্রু মোবারক

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভ্রুদ্বয় বিস্তৃত এবং চিকন ছিলো, আর দু'টি ভ্রু পরস্পর এভাবে সম্পৃক্ত ছিলো যে, দূর থেকে দেখলে মিলিত মনে হতো।

(আশ শামাইলে মুহাম্মদীয়া, লিত তিরমিযী, বাবু মা-যা ফি খালকি রাসূলিল্লাহ্, ২২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭)

জিন কে সিজদে কো মেহরাবে কা'বা ঝুকি,
উন ভুওয় কি লাতাফত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশিশ, ৩০০ পৃষ্ঠা)

পংক্তিটির ব্যাখ্যাঃ আমাদের আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন এই দুনিয়াকে নিজের বরকতময় আগমন দ্বারা সৌন্দর্য দান করলেন এবং **তাঁর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুভাগমন হলো তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো স্বয়ং সিজদায় পড়ে **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে নিজের উম্মতের জন্য দোয়া করছিলেন এবং কা'বায়ে মুয়াজ্জম তাঁর দিকে ঝুঁকে তাঁর নূরানী ভ্রুর মাধুর্যতাকে অভিনন্দন পেশ করছিলো।

(শরহে হাদায়িকে বখশিশ, ১০২১ পৃষ্ঠা)

গেছোয়ে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
দাঁড়ীয়ে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

নাক মোবারক

হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাক মোবারক সুন্দর এবং বিস্তৃত ছিলো আর মাঝখানে সামান্য উত্থিত ও সুস্পষ্ট ছিলো। নাকের হাঁড়ে একটি নূর দীপ্তমান ছিলো।

www.dawateislami.net

যে ব্যক্তি গভীর ভাবে দেখতো না, সে মনে করতো উঁচু হয়ে আছে, অথচ উঁচু ছিলো না। উঁচুতো সেই নূরটি ছিলো যা এটাকে ঘিরে ছিলো।

(আশ শামাইলে মুহাম্মদীয়া, লিত তিরমিযী, বাবু মা-যা ফি খালকি রাসূলিল্লাহ্, ২২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭)

বীনি পুর নূর পর রাখশাঁ হে বুক্কা নূর কা,
হে লিয়াউল হামদ পর উড়তা পারেরা নূর কা। (হাদায়িকে বখশিশ, ২৪৩ পৃষ্ঠা)

পংক্তিটির ব্যাখ্যা: হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী নাক মোবারকে সব সময় এরূপ নূর চমকাতো যে, এমন লাগতো যেন লিওয়াউল হামদ (কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলার** প্রশংসার পতাকা যা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাতে থাকবে তা) এর পতাকা উড়ছে। (শরহে হাদায়িকে বখশিশ, ৭১০ পৃষ্ঠা)

বীনিয়ে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
পসিনায়ে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

কপাল মোবারক

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কপাল মোবারক প্রশস্থ ছিলো এবং প্রদীপের মতো উজ্জ্বল ছিলো। এজন্য হযরত হাস্সান বিন সাবিত رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন:

مَتٰى يَبْدُ فِى الدَّيْلَمِ الْبَهِيْمِ جَبِيْنُهٗ
بَلَجَ مِثْلَ مِصْبَاحِ الدُّجٰى الْمُتَوَقِّدِ

অর্থাৎ- যখন অন্ধকার রাতে **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কপাল মোবারক প্রকাশ পেতো, তখন আন্ধকারে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের মতো জ্বলতো। (শরহে যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ৫ম খন্ড, ২৭৮ পৃষ্ঠা) আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

জিস কে মাথে শাফায়াত কা সেহরা রাহা,
উস জাবিনে সা'আদাত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশিশ, ৩০০ পৃষ্ঠা)

পংক্তিটির ব্যাখ্যা: যখন হাশর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং নফসি নফসির অবস্থা চলবে, কেউ কারো কুশল বিনিময়কারী হবে না তখন শাফায়াতের মুকুট **আমাদের আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাথায় শোভা পাবে।

www.dawateislami.net

তবে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্যময় কপালকে কেন লাখো বার দরূদ ও ভালবাসাময় সালাম পেশ করবো না। যার কারণে আমাদের এখানেও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হচ্ছে এবং সেখানেও হবে। (শরহে হাদায়িকে বখশিশ, ১০২০ পৃষ্ঠা)

শাফায়াতে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
পরচমে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

কান মোবারক

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উভয় কান মোবারক পরিপূর্ণ ছিলো। প্রখর দৃষ্টিশক্তির ন্যায় **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁকে শ্রবনশক্তিও আশ্চর্যজনক ভাবে প্রদান করেছেন। এ কারণেই **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইরশাদ করতেন: "আমি যা দেখি তোমরা তা দেখো না এবং আমি যা শুনি তোমরা তা শুনো না। আমি তো আসমানের আওয়াজও শুনে থাকি।

(আল খাছায়িছুল কুবরা লিস সুয়ূতি, ১ম খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা)

দূর ও নযদিক কে শুননে ওয়ালে ওহ কান,
কানে লা'লে কারামাত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশিশ, ৩০০ পৃষ্ঠা)

পংক্তিটির ব্যাখ্যা: সুলতানে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কান মোবারক যা বাস্তবিকপক্ষে সম্মানের মুক্তা, মহত্ব ও মার্যাদার স্বর্ণ এবং রূপা এর কান। যেভাবে তিনি কাছেরগুলো শুনেন তেমনি ভাবে দূরেরগুলো শুনেন। **আমাদের আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের মায়ের পবিত্র উদরে থাকাবস্থায় লওহে মাহফুজে চলা কলমের আওয়াজ শুনতেন। তবে এই মোবারক কানকেও কেনো লাখো সালাম বলব না। (শরহে হাদায়িকে বখশিশ, ১০১৬ পৃষ্ঠা)

সম'আতে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
নছরতে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

www.dawateislami.net

মুখ মোবারক

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ মোবারক প্রশস্থ, গাল (গণ্ডদেশ) মোবারক মসৃণ, সামনের দাঁত মোবারক বিস্তৃত এবং উজ্জ্বল ও দ্বীপ্তিময় ছিলো। যখন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কথা বলতেন, তখন তা থেকে নূর বের হতে দেখা যেতো। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন মুচকি হাসতেন তখন দেয়াল সমূহ আলোকিত হয়ে যেতো।

(আল খাছায়িছুল কুবরা লিস সুয়ূতি, ১ম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা)

ওহ দহন জিস কি হার বাত ওহীয়ে খোদা,
চশমায়ে ইলম ও হিকমত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশিশ, ৩০২ পৃষ্ঠা)

পংক্তিটির ব্যাখ্যা: যে মুখ দিয়ে বের হওয়া প্রতিটি কথা ওহীর মর্যাদা রাখে, ইলম ও হিকমতের ঐ ফয়েজের ঝর্ণাধারার প্রতি লাখো সালাম।

(শরহে হাদায়িকে বখশিশ, ১০২৭ পৃষ্ঠা)

হিকমতে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
রিফআতে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

মুখের থুথু মোবারক

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ মোবরকের পবিত্র থুথু আঘাতপ্রাপ্ত এবং অসুস্থদের জন্য শিফা ছিলো। যেমন- খাইবার বিজয়ের দিন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের থুথু মোবারক হযরত আলী মুরতাজা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর চোখে লাগানোর সাথে সাথেই সুস্থ হয়ে যায় যেন কোন দিন ব্যথাই হয়নি।

হযরত সায়্যিদুনা রিফা'আ বিন রাফেয়ে رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বর্ণনা করেন: বদরের যুদ্ধের দিন আমার চোখে তীর লেগেছিলো এবং তা বিদির্ণ হয়ে গেলো। **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাতে নিজের থুথু মোবারক লাগিয়ে দিলেন এবং দোয়া করলেন। ব্যস! আমার সামান্যতম কষ্ট অনুভব হয়নি আর চোখটি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেলো।

(যা-দাল মা-আদ, ৩য় খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

জিস কে পানি ছে শা-দাব জান ও জিনাঁ,
উস দহন কি তারা'আত পে লাখো সালাম।
জিস চে খাঁড়ি কুয়েঁ শিরয়ে জাঁ যমী,
উস যুলালে খালাওয়াত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশিশ, ৩০২ পৃষ্ঠা)

পংক্তিটির ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র থুথু মোবারক ইলম ও হিকমতের ঝর্ণা ধারাও বটে এবং এই থুথু মোবারকের আর্দ্রতা মন ও প্রাণের প্রশান্তি এবং সজীবতারও কারণ। আমি **আমার আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থুথু মোবারকের আর্দ্রতাকেও লাখো সালাম প্রেরণ করছি। (এভাবে) **মাহবুবে খোদা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐ পবিত্র থুথু মোবারক যা লবনাক্ত পানির কূপকে মিষ্ট করে দেয় এবং রূহ ও প্রাণকে এক নতুন সতেজতা দান করে, সেই মিষ্ট ঝর্ণাধারাকে আমাদের পক্ষে থেকে লাখো দরূদ ও সালাম।

(শরহে হাদায়িকে বখশিশ, ১০২৮ পৃষ্ঠা)

অউজ ও কামালে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
জুদ ও নাওয়ালে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

জিহ্বা মোবরক

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সৃষ্টি জগতে সবচেয়ে বেশি বাকপটু ছিলেন। তাঁর কথাবার্তা এতই স্পষ্ট ছিলো যে, পাশে বসা ব্যক্তি তা মুখস্ত করে নিতো। (আশ শামাইলুল মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, ১৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২১৩) হযরত উম্মে মা'বাদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا বলেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন চুপ থাকতেন তখন গাম্ভীর্যতা প্রকাশ পেতো এবং যখন কথাবার্তা বলতেন তখন চেহারা নূরানী ও উজ্জ্বল হয়ে যেতো। অত্যন্ত মিষ্ট ভাষায় কথা বলতেন আর কথাবার্তা খুবই স্পষ্ট হতো, যা কখনো অযথা এবং অনুপকারী হতো না। (আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৪র্থ খন্ড, ৫২৪ পৃষ্ঠা)

ওহ জবান জিস কো সব কুন কি কুঞ্জি কহেঁ,
উস কি না-ফিজ হুকুমত পে লাখো সালাম।
উস কি বা-তুঁ কি লাজ্জাত পে বেহদ দরূদ,
উস কে খুতবে কি হায়বত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশিশ, ৩০২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

পংক্তিটির ব্যাখ্যাঃ সরওয়ারে দো'আলম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জিহ্বা মোবারক তাকদীরে ইলাহী (সৌভাগ্য) এর চাবি। সেই পবিত্র জিহ্বা মোবারক এর পুরো জগৎ বরং উভয় জগতে বিরাজমান হুকুমত এর উপর লাখো সালাম। **আমাদের আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ থেকে নির্গত প্রিয় প্রিয় এবং মিষ্টি মিষ্টি কথার স্বাদ এবং প্রফুল্লতার প্রতি লাখো রহমত বর্ষিত হোক এবং **তাঁর** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর আকর্ষনীয় খুতবা ও বয়ানের মান ও মর্যাদা এবং প্রভাব ও আড়ম্বর এর প্রতি লাখো সালাম। (শরহে হাদায়িকে বখশিশ, ১০২৮-১০২৯ পৃষ্ঠা)

আক্বওয়ালে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
আফ আলে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

হাত মোবারক

হাতের তালু এবং বাহু মোবারক মাংসল ছিলো। হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: আমি কোন রেশমী কাপড়কে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাতের তালু মোবারক থেকে বেশি নরম পাইনি। আর কোন সুগন্ধি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুগন্ধির চেয়ে উন্নত পাইনি। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, ২য় খন্ড, ৪৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৫৬১) যেই ব্যক্তির সাথে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুসাফাহা করতেন, সে সারা দিন নিজের হাত থেকে সুগন্ধি পেতো এবং যেই বাচ্চার মাথায় **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর হাত মোবারক বুলিয়ে দিতেন, সে সুগন্ধিতে অন্যান্য বাচ্চাদের তুলনায় অনন্য হতো। (সীরাতে রাসূরে আরবী, ২৬৩ পৃষ্ঠা)

জিন কো সূয়ে আ-সমান পেলা কে জলতল ভর দিয়ে,
সদকা উন হাতোঁ কা পেয়ারে হাম কো ভি দরকার হে।
(হাদায়িকে বখশিশ, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

পংক্তিটির ব্যাখ্যাঃ হে আমার **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যেই ফর্সা নূরানী এবং বরকত সম্পন্ন হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করে আপনি মদীনা শরীফে পানিতে ভরে দিয়েছেন। হে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সেই নূরানী হাতের সদকা আমাদেরও দান করুন। অর্থাৎ আমাদের ক্ষমার জন্যও একবার সেই মোবারক হাত উঠিয়ে দিন। (শরহে হাদায়িকে বখশিশ, ৫১৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আক্বা কে বায়ু মারহাবা মারহাবা,
আক্বা কি আঁখে মারহাবা মারহাবা।

পা মোবারক

দু'টি পা মোবারক মাংসল এবং এমন সুন্দর ছিলো যে, যা কারো ছিলোনা। আর এমন নরম ও পরিস্কার ছিলো যে, এতে সামান্য পরিমাণ পানিও আটকাতো না। বরং সাথে সাথেই বয়ে যেত। (সীরাতে রাসূলে আরবী, ২৭৬ পৃষ্ঠা) **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন পাথরের উপর হাটতেন তখন তা নরম হয়ে যেতো। যেন তিনি অতি সহজে এর উপর দিয়ে চলে যেতে পারেন এবং যখন বালিতে হাটতেন তখন তাতে পা মোবারকের চিহ্ন হতো না। (সীরাতে রাসূলে আরবী, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

গোরে গোরে পাওঁ চমকা দো খোদা কি ওয়াস্তে,
নূরকা তড়কা হো পেয়ারে গোর কি শব তার হে। (হাদায়িকে বখশিশ, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

পংক্তিটির ব্যাখ্যাঃ হে আমার **প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ্**র ওয়াস্তে আপনার সুন্দর ফর্সা এবং নূরানী কদম আমার অন্ধকার কবরে রেখে আমার কবরের কালো রাতকে ভোরের আলোয় পরিণত করে দিন। যেন আমার ভয় ভীতি দূর হয়ে যায় এবং মুনকার-নকীরের প্রশ্নের উত্তর সহজে দিতে পারি।

(শরহে হাদায়িকে বখশিশ, ৫১৪ পৃষ্ঠা)

আনওয়ারে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
গুলজারে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

চুল মোবারক

মাথা মোবারকের চুল বেশি কোকঁড়ানোও ছিলোনা আবার বেশি সোজাও ছিলো না বরং দু'টির মধ্যবর্তী ছিলো। দাঁড়ি মোবারক ঘন ছিলো, তা আচঁড়াতেন এবং আয়না দেখতেন আর শোয়ার পূর্বে তিনবার করে সুরমা লাগাতেন। গোঁফ মোবারক সবসময় কাটাতেন এবং ইরশাদ করতেন: মুশরিকদের বিরোধীতা করো। অর্থাৎ দাঁড়িকে বাড়তে দাও এবং গোঁফ ছোট করে রাখো।

(মিশকাতুর মাসাবিহ, কিতাবুল লিবাস, ২য় খন্ড, ৪৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৪২১)

হাম সিয়া কারো পে ইয়া রব! তাপিশে মাহশর মে,
সায়া আফগান হোঁ তেরে পিয়ারে কে পিয়ারে গেয়ছো।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১১৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

পংক্তিটির ব্যাখ্যা: হে আমার **পরওয়া দিগার!** কিয়ামতের প্রচণ্ড গরমে আমাকে আপনার মাহবুবের চুল মোবারকের ছায়া নসীব করো, যেন সেই ঝলসানো রোদের তাপ থেকে রক্ষা পেতে পারি। (শরহে হাদায়িকে বখশিশ, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

আনওয়ারে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
গুলজারে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৮৭৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "সীরাতে মুস্তফা" এর ৫৬৩ পৃষ্ঠায় সুন্দরের প্রতিচ্ছবি, **মাহবুবে রব্বে আকবার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক আকৃতি সম্পর্কে লিখিত শেরগুলো শুনি:

রূহে হক কামে সারা পা কিয়া লিখোঁ? হুলিয়ায়ে নূরে খোদা মে কিয়া লিখোঁ?
পর জামালে রহমাতুল্লিল আলামিন, জলওয়াগর হোগা মকানে কবর মে।
ইস লিয়ে হে আ-গেয়া মুঝ কো খেয়াল, মুখতাচর লিক দোঁ জামালে বে-মিসাল।
তাকেহ ইয়ারোঁ কো মেরে পেহচান হো, আউর ইছ কি ইয়াদ ভি আ-সান হো।
থা মিয়ানা কদ ও আওসাত পাক তন, পর সপেদ ও সুরুখ তা রঙ্গে বদন।
চাঁন্দ কি টুকড়ে থে আ-যা আ-প কে, থে হাসিন ও গুল সাঁচে মে ঢালে।
থি জবীঁ রওশন কুশাদা আ-প কি, চাঁন্দ মে হে দাগ, ওহ বে দাগ থি।
দোনো আবরু থি মিছালে দু হিলাল, আউর দোনো কো হোয়া থা ইত্তিচাল।
ইত্তিচালে দো মাহে "ঈদাইন" থা, ইয়া কেহ আদনা কুরব থা "কাউসাইন" কা।
থি বড়ি আঁখে হাসিন ও সুর মাগেঁ, দেখ কর কুরবান থি সব হুর ইঁ।
কান দোনো খুবচুরত আরজুমান্দ, সাথ হুবি কে দাহান বিনী বুলন্দ।
ছাফ আয়না থা চেহারা আ-প কা, চুরত আপনি উস মে হার ইক দেখতা।
তাবাহো সিনা রীশে মাহবুবে ইলাহ, খুব থি গুলজান মু রঙ্গ সিনা।
মে কহো পেহচান উমদা আ-প কি, দোনো আলম মে নেহী এ্যয়সা কোয়ি।

আযমতে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা,
আ-মদে মুস্তফা মারহাবা মারহাবা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের **প্রিয় আক্বা, শাহান শাহে কওন ও মকান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিরূপ সৌন্দর্য ও উৎকর্ষতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর মতো কেউ না কখনো ছিলো, না কখনো আসবে। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং এর আপাদমস্তক নূরের সমাহার ছিলেন। তাঁর সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুন ও উৎকর্ষতার এমন সংমিশ্রণ ছিলো যে, যার নযির ও উদাহরণ পাওয়া যায় না। যদি আমরা একটু চিন্তা করি, এরূপ প্রিয়তমের চেয়ে বেশি ভালবাসার উপযুক্ত আর কে হতে পারে? কখনো না, বিশেষ করে এ লোকেরা যারা নশ্বর পৃথিবীর অনর্থক সৌন্দর্যকে দেখে রূপক প্রেম রোগের শিকার হয়ে যায় এবং শরীয়াতের পরিপন্থি কাজে জড়িতে হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতকে ধ্বংস করে দেয়, তাদের চিন্তা করা উচিৎ।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: এই (রূপক প্রেমের) জন্য সবচেয়ে বড় কারণ হলো; আজকাল অধিকাংশ মুসলমানের মধ্যে ইসলামী জ্ঞানের অভাব এবং সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে সরে থাকা। একারণেই চারিদিকে গুনাহের বন্যা বয়ে গেছে। **VCR, T.V** এবং ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে প্রেমের ছবি এবং অশ্লীল নাটক দেখে বা অধিক প্রেমপূর্ণ পত্রিকার সংবাদ এমনকি উপন্যাস বাজারের মাসিক ম্যাগাজিনের বিষয়বস্তুর মধ্যেও কাল্পনিক প্রেম কাহিনী পড়ে বা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহশিক্ষার (যেখানে ছেলে ও মেয়েদের একসাথে শিক্ষা দেয়া হয়) ক্লাস সমূহে বসে বা নামুহরিম আত্মীয়দের মেলামেশার মাধ্যমে অন্তরঙ্গতার চোরাবালিতে পড়ে অধিকাংশ যুবকদের কারো না কারো সাথে প্রেম হয়ে যায়। প্রথমে এক পক্ষ থেকে হয় পরবর্তীতে প্রথমপক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে অবহিত করে। তখন অনেক সময় উভয় পক্ষ থেকে প্রেম হয়ে যায়। আর সাধারণভাবে গুনাহ ও নাফরমানীর তুফান শুরু হয়ে যায়। ফোনে মন খুলে নির্লজ্জ কথাবার্তা বরং নির্বিঘ্ন সাক্ষাতের ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায়। চিঠিপত্র উপহারের আদান প্রদান হয়, গোপনে বিয়ের কথা ও সমর্থন হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

যদি পরিবার এই বিষয়ে বাধা প্রদান করে, তবে অনেক সময় দু'জনই ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। পত্রিকায় তাদের ছবি ছাপা হয়, বংশের মান-সম্মান বাজারে নিলাম হয়ে যায়। কখনো তারা "কোর্ট মেরেজ"ও করে নেয়। আর **আল্লাহ্**র পানাহ! কখনো বিবাহ ছাড়াও ..... এমনকি এমনও হয় যে, পালাতে না পারলে তারা আত্মহত্যার পথ বেঁচে নেয়। যার সংবাদ প্রায় আমরা পত্রিকায় পেয়ে থাকি। (নেকীর দাওয়াত, ৩৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমাদের মাঝে কেউ এরূপ গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাকে, তবে আসুন এখনিই সত্য অন্তরে তাওবা করে নিই। এই পাপের প্রেম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ক্ষমাশীল **আল্লাহ্ তাআলা**র মহান দরবারে কেঁদে কেঁদে দোয়া করুন। যে কোন ভাবেই এর ভয়াবহতা থেকে পিছু ছাড়িয়ে নিন। নিজেকে দ্বীনের কাজে পুরোপুরী ব্যস্ত করে নিন। **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা অন্তরে বাড়িয়ে নিন এবং বারগাহে রিসালাতে ফরিয়াদ করুন:

নুকুশে উলফতে দুনিয়া মেরে দিল ছে মিটা দে না,
মুঝে আপনা হি দিওয়ানা বানানা ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
না দৌলত দো না দো কোয়ী খাযানা ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
সিখা দো ইশক মে রোনা রোলানা ইয়া রাসূলাল্লাহ্!
সলিকা আ-প কি ইয়াদোঁ মে রোনে কা তড়পনে কা,
পায়ে গাউছ ও ওয়া মুঝ কো সিখানা ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়ার চাকচিক্যকে ভালবাসাতে কোন উপকার নেই, যদি ভালবাসতেই হয় তবে **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **প্রিয় রাসূল, রাসূলে মকবুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিধি বিধানকে ভালবাসুন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জীবনী সম্পর্কে আরো জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৭৫৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "সীরাতে রাসূলে আরবী" এর অধ্যয়ন করুন। এর বরকতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করার উৎসাহও জাগ্রত হবে।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুন্দর ও আকর্ষণীয় হওয়ার সাথে সাথে পবিত্রতা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রিয়ও ছিলেন। তাই আমাদেরও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি রেখে জায়িয পন্থায় সাজ-সজ্জা করা চাই। হাদীসে মোবারকে রয়েছে: "اِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৬০-৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৪৭) আসুন! সাজ-সজ্জার জায়িয ও নাজায়িয হওয়ার প্রকারগুলো শুনি:

পুরুষের সোনার আংটি পরিধান করা হারাম, পুরুষ এক পাথর বিশিষ্ট একটি রূপার আংটি সাড়ে ৪মাশা বা ৩৭৪ মিলিগ্রাম ওজনের পরিধান করতে পারবে। পুরুষ একাধিক আংটি বা কয়েকটি পাথর বিশিষ্ট একটি আংটি বা রিং পরিধান করতে পারবে না। কেননা, পুরুষের জন্য তা নাজায়িয, মহিলারা সোনা, রূপা সবধরণের আংটি বা রিং এবং সবধরণের অলংকার পরিধান করতে পারবে। আওয়াজ হয় এরূপ অলংকারও মহিলাদের জন্য নিষেধ। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকেরও অলংকার পরিধান করা হারাম, যে পরিয়ে দিবে সেও গুনাহগার হবে। (আল ফতোয়ায়ে হিন্দীয়া, কিতাবুল কারাহিয়্যাহ, ৫ম খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা) শরীয়াতে অনুমতি রয়েছে, যদি **আল্লাহ্ তাআলা** ধন-সম্পদ দান করে তবে উত্তম পোশাক এবং দামী কাপড় ব্যবহার নারী ও পুরুষ উভযের জন্য জায়িয। তবে শর্ত হলো গর্ব ও অহংকারের জন্য যেন না হয়, বরং যেন **আল্লাহ্ তাআলার** নেয়ামতের বহিঃপ্রকাশের জন্য হয়। (রদ্দুল মুহতার, ফদলু ফিল লিবাস, ৯ম খন্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠা)

সুরমা লাগানো আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অত্যন্ত প্রিয় একটি সুন্নাত। **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন শয়ন করতে যেতেন তখন নিজের মোবারক চোখে সুরমা লাগাতেন। তাই আমাদেরও শোয়ার পূর্বে সুন্নাতের অনুসরনের নিয়্যতে নিজের চোখে সুরমা লাগানো উচিৎ। এতে আমরা সুরমা লাগানোর সুন্নাতের সাওয়াবও পাবো আর সাথে সাথে এর দুনিয়াবী উপকারীতাও অর্জন হবে। **আমাদের প্রিয় আক্বা, মদীনা ওয়ালা মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের পবিত্র মাথা মোবারক ও দাঁড়ি মোবারকে তেল লাগাতেন, চিরুনী করতেন, মাথারা মাঝে সিঁথী কাটতেন।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত: **হুযুরে পাক, সাহেবে লাওলাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যার চুল আছে সে যেন তার যত্ন নেয়।" (অর্থাৎ তা ধৌত করবে, তেল লাগাবে এবং আঁচড়াবে)। (আবু দাউদ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪১৬৩) মহিলাদের নাক ইত্যাদি ছেদন করা জায়িয। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৫৯৮ পৃষ্ঠা) অনেকে ছেলেদেরও কান ছেদন করে এবং তাতে রিংও পরিয়ে থাকে, এটা নাজায়িয অর্থাৎ ছেলেদের কান ছেদন করাও নাজায়িয এবং এতে অলংকার পরিধান করাও নাজায়িয। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৫৯৮ পৃষ্ঠা) মহিলাদের হাতে পায়ে মেহেদী লাগানো জায়িয। ছোট বাচ্চা ছেলেদের হাতে পায়ে মেহেদী লাগানো নাজায়িয এবং ছোট বাচ্চা মেয়েদের মেহেদী লাগানোতে কোন সমস্যা নেই। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৫৯৯ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **হুযুর পুরনূর, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট এক হিজড়াকে উপস্থিত করা হলো, যে তার হাত ও পায়ে মেহেদী দ্বারা রঙ্গিন করেছিলো। ইরশাদ করলেন: "এর কি অবস্থা?" (অর্থাৎ সে কেন মেহেদী লাগালো?) লোকেরা বললো: সে মহিলাদের নকল করছে। **আমাদের প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আদেশ দিলেন: "একে শহর থেকে বের করে দাও।" সুতরাং তাকে শহর থেকে বের করে দেয়া হলো। মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বের করে "নকীঈ" নামক স্থানে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

(আবু দাউদ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৯২৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হিজড়াটি মহিলাদের নকল করছিলো অর্থাৎ হাত পায়ে মেহেদী লাগিয়ে ছিলো, এতে আমাদের **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার প্রতি কিরূপ অসন্তুষ্ট হলেন যে, তাকে শহর থেকে বের করে দিলেন। এই হাদীস শরীফ দ্বারা ঐ লোকদের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিৎ, যারা বিয়ে অথবা ঈদের সময় নিজের হাতে বা আঙ্গুলে মেহেদী লাগিয়ে থাকে। যেরূপ পুরুষদের মহিলাদের নকল করা নাজায়িয, অনুরূপ মহিলারাও পুরুষদের নকল করতে পারবে না।

www.dawateislami.net

যেমন- হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লানত (অভিশাপ) দিয়েছেন নারী সুলভ পুরুষদের উপর, যারা মহিলাদের আকৃতি ধারণ করে এবং পুরুষ সুলভ মহিলাদের উপর যারা পুরুষদের আকৃতি ধারণ করে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খন্ড, ৫৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২২৬৩) জীব-জন্তুর ছবি বিশিষ্ট পোশাক কখনোই পরিধান করবেন না। পশু বা মানুষের ছবি বিশিষ্ট স্টিকারও নিজের পোশাকে লাগাবেন না, ঘরেও ঝুলিয়ে রাখবেন না। নিজের বাচ্চাদেরও এমন বেবী স্যুট পরাবেন না, যাতে পশু বা মানুষের ছবি রয়েছে। মহিলারা নিজের স্বামীর জন্য জায়িয বস্তু দ্বারা ঘরের চার দেওয়ারের ভেতর সাজ-সজ্জা করুন। কিন্তু মেকআপ করে এবং পরিপাটি হয়ে বাড়ির বাইরে বের হবেন না। আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মহিলারা হচ্ছে সম্পূর্ণ লুকানোর বস্তু। যখন কোন মহিলা বাইরে বের হয়, তখন শয়তান চুপে চুপে তাকে দেখে।" (জামে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১১৭৬) খালি মাথায় থাকা সুন্নাত নয়, তাই ইসলামী ভাইদের উচিৎ মাথায় পাগড়ী শরীফের তাজ সাজিয়ে রাখা। কেননা, এটা আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অত্যন্ত প্রিয় একটি সুন্নাত।

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের পরিচিতি:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সেই সাজ-সজ্জা করুন যা পবিত্র শরীয়াতে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে এবং যে ফ্যাশন **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টির কারণ হয়, তা থেকে নিজেও বাঁচুন এবং নিজের পরিবার পরিজনদেরও বাঁচান এবং সর্বাবস্থায় পথ নির্দেশনা অর্জনের জন্য কোন সুন্নি আলিমে দ্বীন বা দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের সাথে যোগাযোগ করুন। "দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত" দা'ওয়াতে ইসলামীর ৯৭টি বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগ। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ বাবুল মদীনায় (করাচী) ৪টি, জমজম নগরে (হায়দারাবাদ), সরদারাবাদ (ফয়সালাবাদ), মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর), রাওয়াল পিণ্ডী এবং গুলজারে তৈয়বা (সারগোদা)য় দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

দুঃখি উম্মতদের শরয়ী পথ নির্দেশনা দিতে সদা ব্যস্ত। এছাড়াও দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের আওতায় "দারুল ইফতা আহরে সুন্নাত অনলাইন" এর ইসালামী ভাইয়েরা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে টেলিফোন, ওয়াটস আপ **(Whatsapp)** এবং ইন্টার নেটের মাধ্যমে দুনিয়া জুড়ে ইসলামী ভাইদের জিজ্ঞাসিত মাসয়ালার সমাধান দিয়ে থাকেন। দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত অনলাইন ছাড়াও এই ইমেইল এ্যাড্রেস darulifta@dawateislami.net এর মাধ্যমে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারবেন। সারা দুনিয়া থেকে সাথে সাথেই শরয়ী পথ নির্দেশনা পাওয়ার জন্য এই নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করুন। নাম্বারগুলো নোট করে নিন:

০৩০০-০২২০১১৩ ------- ০৩০০-০২২০১১২

০৩০০-০২২০১১৫ ------- ০৩০০-০২২০১১৪

পাকিস্তানের স্থানীয় সময় অনুযায়ী সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত এই নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করা যাবে। শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সারমর্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা মুস্তফার সৌন্দর্য সম্পর্কে শ্রবন করলাম। **আল্লাহ্ তাআলা হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মতো সুন্দর ও আকর্ষনীয় আর কাউকে সৃষ্টি করেননি। এমনকি তাঁর ছায়া পর্যন্তও সৃষ্টি করেননি। কেননা, এমন উপমাহীনের জন্যও তো অনন্য হওয়া চাই। এ থেকে বুঝে নিন, **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ ভালবাসতেন। তাই আমরা যদি **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি চাই তাহলে দা'ওয়াতে ইসলামীরা মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে বেশি বেশি নেক আমল, গুনাহ্কে ঘৃণা, সুন্নাতের উপর স্থায়ীত্ব এবং বেশি বেশি ইবাদত ও তিলাওয়াত করার অভ্যাস হয়ে যাবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।

www.dawateislami.net

এলাকায়ী দাওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াত

নেকীর দাওয়াত এবং সুন্নাতের খেদমতে যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজে নিজে থেকে অংশগ্রহণ করুন। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ "এলাকায়ী দাওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াত" বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে লোকদের নামায এবং সুন্নাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য নেকীর দাওয়াত দেয়া অবশ্যই বড় সৌভাগ্যের বিষয়।

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমার নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং মন্দ থেকে বারণ করা সদকা স্বরূপ আর তোমার চেয়ে দূর্বলদের তোমার বাহনে আরোহী করে নেওয়া সদকা স্বরূপ আর নামাযের জন্য যাওয়ার প্রতিটি কদমে তোমার জন্য সদকা স্বরূপ।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, কিতাবুল আদব, ৩য় খন্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস-৪৫৬১) আপনারা দেখলেন তো! যে নেকীর দাওয়াত দেওয়াতে সদকার সাওয়াব অর্জিত হয়। তাই আমাদেরও উচিৎ, বেশি বেশি এলাকায়ী দাওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াতের মাধ্যমে **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ার অংশীদার হওয়া। মাদানী কাফেলায় সফর, মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করতে থাকা। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর অগণিত বরকত অর্জিত হবে। আসুন! এলাকায়ী দাওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াতে শরীক হওয়ার একটি মাদানী বাহার শুনি:

এক অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খানপুর (পাঞ্জাব) এর এক দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগের বর্ণনা; বাবুল মদীনা (করাচী) থেকে সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য আসা মাদানী কাফেলার সাথে আমারও এলাকায়ী দাওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াতে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছিল। একটি দর্জির দোকানের সামনে লোকদের জড়ো করে আমি নেকীর দাওয়াত দিচ্ছিলাম। যখন বয়ান শেষ হলো তখন সেই দোকানের একজন কর্মচারী যুবক আমাকে বললেন: আমি অমুসলিম, আপনাদের নেকীর দাওয়াত আমার অন্তরে দাগ কেটে গেল, মেহেরবানী করে আমাকে ইসলামে অন্তর্ভূক্ত করে নিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সে মুসলমান হয়ে গেল।

(ফয়যানে সুন্নাত, ১ম খন্ড, ৩৫১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মকবুল জাহাঁ ভর মে হো দা'ওয়াতে ইসলামী,
সদকা তুঝে এ্যয় রব্বে গফ্ফার মদীনে কা।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ঘরে আসা যাওয়ার কিছু মাদানী ফুল:

(১) যখন ঘর থেকে বের হবেন তখন এই দোয়া পড়ুন: بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ অনুবাদ: আল্লাহর নামে আরম্ভ, আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি। আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত কোন সামর্থ্য ও শক্তি নেই। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫০৯৫) اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ এ দোয়া পড়ার বরকতে সঠিক পথে থাকবে বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকবে। আল্লাহর সাহায্যের আওতায় থাকবে। (ঘরে প্রবেশের দোয়া:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَسْاَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রবেশকালে এবং বের হওয়ার সময় মঙ্গল প্রার্থনা করছি আল্লাহর নামে আমি (ঘরে) প্রবেশ করছি এবং তারই নামে বের হই এবং আপন প্রভুর উপর আমরা ভরসা করছি) (প্রাগুক্ত, হাদীস- ৫০৯৬) এ দুটি পড়ে ঘরের অধিবাসীদের সালাম করুন।

অতঃপর নবী করিম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম পেশ করুন এরপর সুরা ইখলাস পাঠ করুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঘরে বরকত ও পারিবারিক কলহ থেকে মুক্ত থাকবে। (৩) নিজের ঘরে আসা যাওয়াতে মুহরিম মুহরিমাদেরকে (যেমন মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি) সালাম করুন। (৪) আল্লাহর নাম নেওয়া বিভিন্ন যেমন بِسْمِ الله বলা ব্যতীত যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করবে শয়তানও তার সাথে প্রবেশ করে, (৫) যদি এমন ঘরে (চাই নিজের খালি ঘরে হোক) যাওয়া হয় যাতে কেউ নেই তবে এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ الله الصّٰلِحِيْن (অর্থাৎ আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর সালাম) ফিরিশতা এ সালামের উত্তর প্রদান করে। (দুররুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৮২ পৃষ্ঠা) অথবা এভাবে বলুন اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ (হে নবী আপনার উপর সালাম) কেননা হুযুর নবী করিম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রূহ মুবারক প্রতিটি মুসলমানের ঘরে উপস্থিত থাকে। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা। শরহুস শিফা লিল কারী, ২য় খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা) যখনই কারো ঘরে প্রবেশ করতে চান তখন এভাবে বলুন اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ আমি কি ভিতরে আসতে পারি ? (৭) যদি ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া না যায় সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যান হতে পারে কোন অপরাগতার কারণে ভিতরে আসার অনুমতি দেয় নি। (৮) যখন আপনার ঘরে কেউ করাঘাত করে তবে সুন্নাত হচ্ছে এভাবে জিজ্ঞাসা করা কে? করাঘাতকারীর উচিত যে নিজের নাম বলা যেমন বলুন, মুহাম্মদ ইলইয়াস নাম বলার পরিবর্তে মাদীনা, আমি! দরজা খুলুন ইত্যাদি বলা সুন্নাত নয়। (৯) উত্তরে নাম বলার পর দরজা থেকে সরে দাঁড়ান যাতে দরজা খুলতেই ঘরের ভিতরে দৃষ্টি না পড়ে, (১০) কারো ঘরে উঁকি মারা নিষেধ। অনেকের ঘরের সামনে নিচে অন্যান্য ঘর থাকে সুতরাং বালকনি ইত্যাদি থেকে দেখার সময় এদিকে খেয়াল করা উচিত যেন তাদের ঘরে দৃষ্টি না পড়ে। (১১) কারো ঘরে গেলে সেখানের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে অহেতুক মন্তব্য করবেন না এতে তার মনে কষ্ট আসতে পারে, (১২) বিদায়ের সময় মালিককে দোয়া ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করুন এবং সালাম করে সম্ভব হলে কোন সুন্নাতে ভরা রিসালা ইত্যাদি উপহার দিন।

www.dawateislami.net

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায়** আশেকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

আশিকানে রাসূল আয়িয়ে সুন্নাত কে ফুল,
দেনে লেনে চলে কাফিরে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

www.dawateislami.net

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলেন তখন **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন,

www.dawateislami.net

তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এটাই পড়ে থাকে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net